আজকের কাগজ

তারিখ 25 APR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

37

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোট

এসএসসি পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি চূড়ান্ত নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

গতকাল মঙ্গলবার ২৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয়, "সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁদের দাবি-দাওয়া আলোচনার জন্যে সকল শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও শিক্ষক সমিতির নেতাদেরকে ইতিমধ্যে তিনবার আনুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্যে পত্র ও টেলিফোনযোগ আমন্ত্রণ জানিয়েছে। প্রথম সভাটি শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে ১৬ এপ্রিল, ২য় সভাটি ১৭ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং ৩য় সভাটি ২৫ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং অপর একজন মন্ত্রী ও অন্য দু'জন প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের নেতারা আলোচনার মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সমঝোতায় আসতে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে নেতারা তাদের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে আসন্ন এস এস সি পরীক্ষা পরিচালনায় অংশ গ্রহণকে সংশ্লিষ্ট না করার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, কেন্দ্রিয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির ব্যানারে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ সত্ত্বেও বিগত ৩টি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। সরকার শিক্ষকদের দাবি-দাওয়াসমূহ আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নিরসনে বিশ্বাস করে এবং আশা করে যে, ধর্মঘট ও পরীক্ষা বর্জন পরিহার করে এসব সংগঠন অবিলম্বে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশ নেবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য য, সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্যে সকল শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ইতিপূর্বে দশটি কমিটি গঠন করেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি কমিটি তাদের খসড়া সুপারিশমালাও তৈরি করেছে। এই সমস্ত সুপারিশমালা সকল শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সভায় বিশদ আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে কতিপয় শিক্ষক সংগঠন ধর্মঘট এবং পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, সরকার ইতিমধ্যে বেসরকারি শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উন্নয়নকল্পে বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

১৯৯২ সালের ১ জুলাই হতে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়াই লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারিদেরকে সংশোধিত জাতীয় বেতন স্কেলের শতকরা ৭০ ভাগ হারে বেতন ভাতাদি বাবদ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে তাদের বেতন ভাতা সামগ্রিকভাবে প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে এবং এখাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ১৫৭ কোটি টাকা বেড়ে চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটে ৫২৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ২,৫৬২টি নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিদের অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, পূর্ববর্তী মাসের বেতন-ভাতা বাবদ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দেশের পল্লী অঞ্চলের সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষাধিক ছাত্রীদের পর্যায়ক্রমে বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি গ্রামীণ থানায় ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজসহ সর্বমোট ১১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অব কাঠামো উন্নয়নের বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারিদের কল্যাণ ট্রাস্ট পুনঃচালু করা হয়েছে। সকল অশিক্ষিক কর্মচারিদের জন্যে ইনডেক্স নাম্বার চালু করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষক-কর্মচারিদের জন্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড চালুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে উক্ত ফান্ড চালু করেছে।

বেসরকারি শিক্ষকদের অন্যান্য দাবিসমূহ ও মুহূর্তে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার আশা করে যে, শিক্ষক সমাজ ধর্মঘট এ পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া মেটাতে সরকারের অব্যাহত প্রয়াসে অংশগ্রহণ করবেন।

আসন্ন এস এস সি পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে সরকার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছে যে, আসন্ন এস এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ীই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সরকার মনে করে যে, পরীক্ষা পরিচালনা শিক্ষকদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব এবং আশা করছে যে, শিক্ষকরা বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী তথা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে পরীক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন।"